প্রথম আলো

তারিখ ... 01 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম ... 2 ...

শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষাবিদদের আহ্বান

উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান নিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন গবেষণা করবে। সেসব গবেষণা বিভিন্ন উদ্ভাবনী কাজে লাগাবে। আর সেই উদ্ভাবন ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে।

সিটি ব্যাংক-প্রথম আলোর উদ্যোগে চট্টগ্রাম নগরে আয়োজিত বিজ্ঞান জয়োৎসবের আঞ্চলিক পর্বে শিক্ষাবিদেরা এসব কথা বলেন। গতকাল সোমবার নগরের আসকারদীঘির পাড় এলাকার একটি কনভেনশন সেন্টারে দিনব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল নয়টায় বন্ধুসভার সদস্যরা জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর উৎসব উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গৌতম বুদ্ধ দাশ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সিটি ব্যাংকের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান (করপোরেট ব্যাংকিং শাখা) এ এইচ এম হুমায়ুন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন সিটি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মো. মাহতাবুর রহমান, *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী, বিজ্ঞান জয়োৎসবের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ও *প্রথম আলোর* যুব কর্মসূচির সমন্বয়ক মুনির হাসান প্রমুখ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে অধ্যাপক গৌতম বুদ্ধ দাশ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'আজকের উৎসবে তোমরা খুদে বিজ্ঞানী হিসেবে অংশ নিয়েছ। বিজ্ঞানচর্চায় তোমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তোমরা বিজ্ঞানকে ভালোবেসে কাজ করে যাবে।'

উদ্বোধনী পর্বের পর প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক—এই তিন বিভাগে ৪০০ শিক্ষার্থী ৩০ মিনিটের কুইজে অংশ নেয়। এরপর শিক্ষার্থীরা 'আনন্দ' পর্বে অংশ নেয়। এতে বিজ্ঞান নিয়ে কৌশলী ও মজার প্রশ্ন করে তারা। উৎসবে শিক্ষার্থীরা তাদের ৭২টি বিজ্ঞান প্রকল্প প্রদর্শন করে।

শিক্ষার্থীদের প্রকল্পগুলো মূল্যায়ন করেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) শিক্ষক কৌশিক দেব ও উজ্জ্বল কান্তি দেব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. মশিউর রহমান, সুমন গাঙ্গুলী ও আমজাদ হোসেন।

উৎসবে চট্টগ্রাম জেলার ২৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৬১৬ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। বিজ্ঞান কুইজে অংশ নেয় চার শ শিক্ষার্থী এবং বিজ্ঞান প্রকল্প নিয়ে উৎসবে অংশ নেয় ২১৬ জন। এর মধ্যে বিজ্ঞান কুইজে ৩১ জন এবং বিজ্ঞান প্রকল্পে ৩৮ জন শিক্ষার্থী বিজয়ী হয়। উৎসব আয়োজনে সহযোগিতা করে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা।

বেলা দুইটায় সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পদক ও সনদ দেওয়া হয়। সমাপনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, 'তোমরা (শিক্ষার্থীরা) সুযোগ পেলে বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। এতে তোমাদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে।'